শেষ নিঃশ্বাস

ওসমান নূরী তপবাস

এরকাম
প্রকাশনী

ইস্তাম্বুল: ২০১৯ খ্রি./১৪৪০ হি.

© এরকাম প্রকাশনী -ইস্তাম্বুল: ২০১৯ খ্রি./১৪৪০ হি.

শেষ নিঃশ্বাস

ওসমান নূরী তপবাস

মূল বইয়ের নাম: Son Nefes
লেখক: ওসমান নূরী তপবাস
আনুবাদক: আবু আতা মুহা. সানাউল্লাহ ও মাসঊদ
সম্পাদক: আহমাদ আমিন
প্রচ্ছদ: রাসিম শাকির ওলু
প্রকাশনায়: এরকাম প্রকাশনী
ISBN: 978-605-302-599-3
ঠিকানা: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No:60/3-C Başakşehir, İstanbul, Turkey
টেলেফোন: (+90-212) 671-0700 pbx
ফ্যাক্স (+90-212) 671-0748
ই-মেইল: info@islamicpublishing.org
ওয়েবসাইট: www.islamicpublishing.org
Language: Bengali

এরকাম প্রকাশনী

ওসমান নূরী তপবাস

শেষ নিঃশ্বাস

এরকাম প্রকাশনী

অনুবাদকের দু'টি কথা

শেষ নিঃশ্বাস বইটির মূল লেখক ওসমান নূরী তপবাস। আমরা মূল বই এর ইংরেজী তরজমা থেকে বইটির বাংলায় অনুবাদ করেছি মাত্র। বুঝার সুবিধার জন্য যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বইটির মূল বিষয় বস্তু ফুঠিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। জানিনা কতটা কাজটি সফল হয়েছে তা পাঠক-পাঠিকাই ভাল করে বলতে পারবেন। পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে অনুবাদ কর্মটি সুন্দর করে উপস্থাপন করবো বলে আশা করছি। মহান আাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

ওসমান নূরী তপবাস আমাদের নিকট উপস্থাপন করেছেন নীতিগত রূপক গল্প-কাহিনী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচক্ষণ উক্তি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন পূর্ণ করতে পারি। আত্ম-প্রসাদপূর্ণ আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি আর সকল দ্বিধা-অস্থিরতার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এমন সব মানুষের কথা যারা তাদের ঈমান সংরক্ষণ ও হেফাজত করতে সংগ্রাম করেছেন এবং এমন কিছু মানুষের কথা যারা তাদের রক্ত-মাংসের জীবনকে পুঁজি করে এমন এক স্থানে নিয়ে গিয়েছেন যা ছিল স্বাভাবিক মাধুর্য, প্রশংসনীয় গুণাবলীসমূহ থেকে অনেক দূরে।

আমরা এখানে পড়বো কি করে সত্যনিষ্ঠ প্রার্থনাকারী হিসেবে মৃত্যুর প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে পারবো, এবং কি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভালবাসার মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে বরং আমাদের নিজেদের ক্ষতিই করি। তাকে স্মরণ

করার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের কার্যকলাপ, সিদ্ধান্তসমূহ এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লেখক আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন কিভাবে আমরা আমাদের শেষ চূড়ান্ত নিঃশ্বাসের প্রস্তুতি স্বরূপ আমাদের জীবন-ধারার বিষয়াদি উনড়বত করতে পারি। চমৎকার কর্তব্যনিষ্ঠ, ধার্মিকতা আর হৃদয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আমরা মৃত্যুভয়ের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাশক্তিকে শানিত করতে পারি।

কৃষিবিদ আবু আতা শাইখ মোঃ ছানাউল্লাহ
ও
মাসউদ

শেষ নিঃশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হও
(Prepare for your Last Breath):

জন্মের পর থেকে মৃত্যু নাগাদ আমরা এমন এক পথে চলি যাকে আমরা কমই উপলব্ধি করি। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, প্রতিটি ক্ষণে আমরা মূলত সে পথের শেষ প্রান্তের নিকটবর্তী হচ্ছি।

শেষ নিঃশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হও

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ শুধুমাত্র তাঁর নিজের জন্যই অবিনশ্বর, অমরত্বের চাদর নির্ধারণ করেছেন। তার মানে এই যে, মহাপরাক্রশালী সত্ত্বার অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছু যা বর্তমান সবই মরনশীল।

আল্লাহ বলেন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

ভূ-পৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল। (আর রহমান- ৫৫-২৬)

এ ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হবে মৃত্যুর দ্বারা।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (আম্বিয়া ২১: ৩৫)

অতএব এই বাস্তবতার মনস্ক নিয়ে মনুষ্যকূলের জীবন যাপন করা উচিত।

অধিকন্তু, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন:

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ
بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

'মৃত্যুর যন্ত্রণা প্রকৃতই আসবে যাথেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা করতে।' (ক্বাফ- ৫০:১৯)

যেহেতু মনুষ্যকূলকে পরীক্ষিত হওয়ার জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বারা বেহেশতে একটু স্থান পাওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করা- যে স্থান শান্তি ও আনন্দের। এটা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো কুরআনে বর্ণিত গুনাবলী অর্জন করা।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে। (আশ-শু'আরা ২৬: ৮৮-৮৯)

এরূপ শুধুমাত্র সম্ভব হয় আত্মাকে আদেশ বা নিয়ন্ত্রণের বশবর্তিতা দ্বারা। মানুষের আত্মার সত্যিকার আদেশ বা নিয়ন্ত্রণের বশবর্তিতা হলো-আত্মসমর্পন, ওয়াদা পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি আনুগত্য। নবী সম্পর্কে-তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবন

হতে শিক্ষা অর্জন করা। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন প্রধান ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে সরাসরি নবী মুহাম্মাদের সা. অন্তরাত্মায় পবিত্র কুরআনকে নাযিল করেছেন। নবী সা.-এর সকল ইবাদত, কথা, ব্যবহার ও কাজ আল কুরআনেরই বিশদ ব্যাখ্যা।

এই বাস্তবতার কাঠামোর মধ্যে এটা আমাদের জন্য জরুরী যে, যদি আমাদেরকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন থেকে পূর্ণ লাভবান হতে হলে আমরা আমাদের নিজের জান-মাল, পরিবার-পরিজন এবং অন্য কিছু থেকে নবী মুহাম্মদ সা.-কে বেশী ভালবাসা। তাঁর প্রতি ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার দাস বানিয়ে দেয়। অন্য অর্থে তাঁকে ভালবাসার অর্থ আল্লাহকে ভালবাসা এবং বিপরীতপক্ষে অর্থাৎ আল্লাহকে ভালবাসা মানে রাসূল সা. কে ভালবাসা। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য তাঁর হৃদয়কে সর্বোচ্চ ভালবাসা অর্জনে চেষ্টার প্রয়োজন হবে।

উপরোল্লেখিত বিষয়ই আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের প্রস্তুতির জন্য সর্বোত্তম পদক্ষেপ। তার মানে হলো আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের ফলাফলের আনুসঙ্গিকতা আমাদের পূর্ববর্তী নিঃশ্বাসের শর্তসূচক। শেষ নিঃশ্বাসের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় অবিলম্বে। আমরা প্রতিটি মূহুর্তে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি তা ভাল হলে শেষ নিঃশ্বাসও ভালো হবে। আল্লাহ যে সকল খাস বান্দারা তাদের সারাটা জীবন সর্বশক্তিমান ও তার রাসূলের সা. এর প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তিতে যাপন করে তারা তাদের শেষ নিঃশ্বাসটাও ত্যাগ করে ঈমানের ঘোষণা উচ্চারণের মাধ্যমে । তারা এমনই যাদের সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ সা. সু-সংবাদ দিয়েছেন 'যে শেষ নিঃশ্বাস নেয়ার সময় সাক্ষ্য দিল যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সা.

আল্লাহর রাসূল, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।' (হাকিম মুস্তাদরাক ভলিউম ১নং ৫০৩)

অন্যকথায় বলতে গেলে যে তার সারাটা জীবনের পথ কালেমায়ে তাওহীদকে[১] সাথে নিয়ে চলল, সে আল্লাহর নিকট যাওয়ার সময় এই কথাটি জবানে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। এই সকল লোকেরা যারা সার্বজনীনভাবে পার্থিব জগতের ভোগ-বিলাস ও দেব-দেবীর থেকে মুখ ফিরিয়ে উচ্চারণ করে 'লা' (কেউ নেই) আর এর পরই সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার সিক্ত হয়ে উচ্চারণ করে 'ইল্লাল্লাহ' (অর্থ্যাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া)

এটা জানা অত্যন্ত জরুরী যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের সৃষ্ট এই বিশ্ব জাহান হলো একটি ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল যাকে নয়নাভিরাম বিভিন্ন আকর্ষণ দ্বারা সাজানো হয়েছে। পৃথিবীর কোন কিছুই বিনা কারণে সৃষ্টি করা হয় নি। আর মানুষ হিসেবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরকালের সুখ শান্তি অর্জন করা। এই জন্যই আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ
وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না। (আল-ইমরান ৩:১০২)

১. কালেমা-ই তাওহীদ হলো মুসলমান বিশ্বাসের সাক্ষ্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সা.।

মৃত্যু এমন একটা জিনিস যাকে জমিনের জীবন্ত বস্তু প্রত্যেককেই শীঘ্র বা বিলম্বে সম্মুখিন হতে হবে। এ মৃত্যু আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে একটি ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাষের দিনের দিকে। আমাদের ভুলা উচিত নয় সে আমরা উপলব্ধি করি বা না করি আমরা বাস্তবিক পক্ষে দিন-রাত্রে একাধিকবার মৃত্যুর সম্মুখিন হই। মৃত্যু সর্বদা আমাদের জন্য ওঁত পেতে থেকে অপেক্ষা করে। জালালুদ্দিন রুমী তার মসনভীতে বলেছেন, 'তোমার জীবনের প্রতিটি মূহুর্তেই নিঃশেষ হচ্ছে আর প্রতিটি মূহুর্তে তুমি তোমার জীবনের একটি অংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছো।'

একেকটা দিন চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কি আমরা এই নশ্বর জীবন থেকে এক কদম দূরে সরে যাচ্ছি না এবং কবরের নিকটবর্তী হচ্ছি না? দিনগুলি কি আমাদের জীবনের ক্যালেন্ডার হতে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্থান করছে না? যেন আমরা না বুঝে নদীর স্রোতের বিপরীতে দাঁড়াই। রুমী আমাদেরকে সতর্ক করেন-

'হে লোক সকল, তুমি তোমার শেষ পলকটা তাকাও কোন আয়নায়। আর ভেবে দেখ, এটির সৌন্দর্য কেমন হবে যখন এটা পুরাতন হবে? এবং ধ্বংসের সময়টায় একটা ভবনকে কেমন দেখায়? এবং আয়নায় অবস্থান দ্বারা বিপথগামী হয়োনা।'

আমাদের শেষ নিঃশ্বাস হলো একটি স্বর্গীয় গোপনীয় বিষয় যা অসংখ্য স্বর্গীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত। কখন অবশ্যম্ভাবী-মৃত্যু ভবিষ্যত বাস্তবতায় আমাদের সাথে সাক্ষাত লাভ করবে সেটা স্বর্গীয় নিয়তির উপর নির্ভর করে।

বাস্তবিক পক্ষে মানুষ তাদের জীবনের প্রত্যেক দিন মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখী হয়। অসুস্থতা, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং

প্রাকৃতিক দূর্যোগ- তারা এসব বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের দূর্বলতার কারণে এই নিত্য দিনের বিপদসমূহের ব্যাপারে অসতর্ক। এটাই কি দেখিয়ে দেয় না যে কত সূক্ষ্ম রেখা এই ইহজগত আর পরজগতের মধ্যে?

সুতরাং মানুষের উচিত উপরোক্ত অংশসমূহের মর্মার্থ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করা এবং এগুলো অনুসরণ করে সবসময় সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা উচিত। সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই মানুষের অবশ্যই তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো। যেহেতু পরকালে দ্বিতীয় আর কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। যদিও মানুষের এই বাস্তবতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত তথাপি অধিকাংশ মানুষই থাকে অমনোযোগী। তাদের সময় নষ্ট করে অবহেলায় অধিকাংশ মানুষ দিনগুলো অতিবাহিত করে নিতান্তই অসাড়তায় ঠিক যেন শিলার মতো সে পতিত হওয়া বৃষ্টির বিন্দু থেকে এদের কোন অংশ কখনও গ্রহণ করতে পারে না...।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মের পর হতে মৃত্যুর সময় কালটায় আমারা এমন একপথে চলি যাকে আমরা কমই উপলব্ধি করি। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো সময়ের প্রতিটি ক্ষণে আমরা মূলত রাস্তাটির শেষ প্রান্তারেই নিকবর্তী হচ্ছি। এটা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে নিচের আয়াতে:

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ

'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দেই, তাকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনি। তবুও কি তারা বুঝে না?' (ইয়াসিন ৩৬: ৬৮)

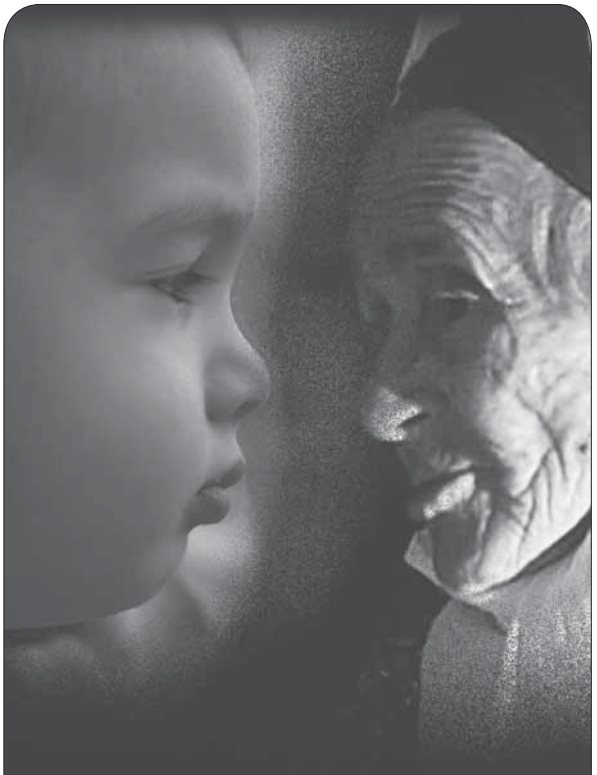

হে লোকসকল! তুমি তোমার শেষ পলকটা তাকাও, পলবিত কোন আয়নায়। আর ভেবে দেখ, এই সৌন্দর্য কি ঠিক এমনই থাকবে যখন তুমি বৃদ্ধ হবে? অথবা ধ্বংসের সময়টায় একটা ভবনকে কেমন দেখায়? এবং আয়নায় অবস্থানের দ্বারা পথ ভ্রষ্ট হয়ো না।

রুমী

উকাজের বাজারে কুস বিন সাইদাহ নামে এক ধার্মিক ব্যক্তি যিনি নবী মুহাম্মাদ সা. এর সময়ের পূর্বে বসবাস করতেন এবং রাসূলের সা. আগমনের সু-সংবাদ তার জনগণকে দিয়েছিলেন, তিনি একদা স্মৃতি মন্থনে একটি বক্তৃতা দেন যা ছিল উপরোক্ত আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা। তিনি এই নশ্বর জীবনের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দেন সুন্দর ধারায়। হে লোকসকল! আস, শোন সাবধান এবং সতর্ক হও! প্রত্যেক জীবন্ত সৃষ্টিই মৃত্যু বরণ করবে, আর যেই মৃত্যুবরণ করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, বৃষ্টি পড়বে আর জন্মাবে ঘাস।

শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের পিতা-মাতার স্থান দখল করে। এরপর সকলেই ধূলায় মিশে ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই ঘটনাসমূহের চেইন; সকলই একে অপরকে অনুসরণ করে।

একটা সময় আমাদের জীবনের আয়ুঃস্কাল শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো। আমরা হয় আমাদের নিজেদের সময় পাবো সকলকে অর্থ্যাৎ পৃথিবীতে বিদায় জানানোর জন্য অথবা সময় নাও পেতে পারি। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর অনুরক্ত এবং আল্লাহর সাথে ভালবাসায় আছেন তাদের জন্য এটা কোন মৃত্যু হবে না বরং এটা হবে স্বর্গপ্রাপ্ত পূনরত্থান এবং তাদেরকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে শব-ই আরুসে যেমনটা করা হয়ে থাকে বিবাহের রাতে। এ কারণেই আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে অভিব্যক্তির রহস্য: ''মরো তোমার নিকট মৃত্যু আসার আগে।" এই রহস্য ব্যাখ্যা দেয়া হয় রুমীর ভাষায় এইভাবে:

'মৃত্যুবরণ করো পুনরুত্থিত হতে।'

বর্ণিত আছে,

'মানুষেরা ঘুমে থাকে আর যখন তারা মৃত্যু বরণ করে, তখন তারা জেগে উঠে।'

সুতরাং আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে সত্যিকারের জীবনটা পাশবিক জীবনের মতো যাপন করা চলবে না। কিন্তু বরং জীবনটা এমনভাবে অতিবাহিত করতে হবে যাতে আমাদের পবিত্র আত্মা সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং যাতে করে আমাদের আত্মা-আবেগ বা পার্থিব চিন্তা চেতনার দ্বারা পরাজিত না হয়ে যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক মৃত্যু হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর তা'আলার ব্যাপারে অসতর্ক অবস্থায় মৃত্যু। এই কারণে একজন ঈমানদারকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে কিভাবে তারা তাদের জীবন পরিচালিত করবে এবং কিভাবে তারা মৃত্যুবরণ করবে। তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রশিক্ষণ নিতে হবে কি করে তাদের ঈমানকে পূর্ণতায় (ইহসানে) রূপান্তর করা যায়। একমাত্র নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কাউকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করা হয়নি যে তারা কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে অথবা পূনঃজীবিত হবে। তথাপি নিম্নের আয়াতটিতে যেখানে নবী ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, সেখানে আমাদের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা রয়েছে।

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

'আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! তুমিই দুনিয়ায় আর আখেরাতে আমার অভিভাবক, তুমি মুসলিম অবস্থায় আমার মৃত্যু দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত করো।'
(ইউসুফ ১২: ১০১)

অতএব ঈমানদারদের অন্তর অবশ্যই থাকবে ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্থানে। এই সতর্কতার সাথে আর নরম হৃদয়ে একজন মানুষের সবসময়ই তার জীবন ব্যয় করা উচিত এই বিষয়ে চিন্তা করে যেন তার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের সাথে হয়।

শেষ বিচারের দিনের প্রতি আমাদের আস্থা এটাই নির্দেশ করে যে পৃথিবীতে আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো। আমাদের অনন্ত সুখের পথ প্রদর্শক আল-কুরআন ঈমানের সাথে মৃত্যুর ব্যপারে পরকালের জীবনের অনন্ত সুখের সন্ধান দিবে এ ব্যাপারে অনেক উদাহরণ পেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ নবী মূসা আলাইহিস সালাম একদা একটা অকাট্য যাদু প্রদর্শন করেন, এতে ফেরাউনের যাদুকরগণ বলে উঠেন:

قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ

তারা বলল, 'আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। মূসা আর হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।'

তারা ইতোমধ্যে বুঝে গিয়েছিলেন এবং ঈমান এনেছিলেন।

কিন্তু হঠকারী ফেরাউন এতে ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁদের ভয় দেখাতে হুশিয়ার করে দেয়-

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا

مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ফিরাউন বলল,

'আমি হুকুম দেয়ার আগেই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলে? অবশ্যই এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র যেটা নগরে বসে তোমরা পাকিয়েছো, এর বাসিন্দাদের বহিস্কৃত করার উদ্দেশে। এর পরিণাম শীঘ্রই টের পাবে। তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে অবশ্যই আমি কেটে দেব, তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।' (আ'রাফ ৭: ১২৩-১২৪)

যাদুকরগণ তখন নিগূঢ় বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে উত্তর দিলেন:

قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

তারা বলল, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। (আ'রাফ ৭: ১২৫)

ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা ফেরাউনের বিপরীতে দাঁড়ায়।

তাদের বর্ণনা কতটাই না অনুকরণীয়! তারা ফিরাউনের নির্যাতনের সম্মুখিন হওয়া অবস্থায় তার থেকে নিরাপত্তা লাভের আশা করেনি। বরং তাদের একমাত্র আকঙ্খা ছিল, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা, মুসলমান অবস্থায় আপন রবের সামনে

পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো
পরকালের জীবনের সুখ-শান্তি অর্জন করা।

দাড়াতে পারা। ফলে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে বলেছিলেন:

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

'তুমি আমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছো শুধু এ কারণে যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন এসেছে তখন আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের গুণে অভিষিক্ত করো। আর মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যু দান কর।' (আ'রাফ ৭: ১২৬)

ঈমানের প্রতি অবিচল থাকতে গিয়ে তাদেরকে মূল্য দিতে হয়েছে। তাদের হাত পা ঈমানের দাবির সামনে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কঠিন এমন বিনিময়কারী হিসেবে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাত লাভ করেন। শহীদ ও আপন রবের নৈকট্যশীল বান্দা ও বন্ধু হিসেবে তাঁর সামনে হাজির হন।

অধিকন্তু আসহাবুল উখদুদ[২] এর বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, জুলুম নির্যাতনকারী মনে করত যে, ঈমানদারগণ আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে অপরাধ করছিল।

এই মতে তারা ঈমানদারদেরকে নিক্ষেপ করলো আগুনের গর্তে। কিন্তু আল্লাহভীরু ঈমানদারগণ কখনই আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেননি। একচুল নড়ে বসে নি। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসের খাতিরে সাহসের সাথে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

২. আসহাবে উখদুদ, ''গহ্বরের লোক'' কুরআনের ১৮ নং অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভয় করে তারা আর কোন কিছুকেই ভয় করে না। আসহাবে ক্বার্য়ার ঘটনায় হাবীব-ই নাজ্জারকে[৩] নামের এক খাঁটি আল্লাহপ্রেমীকে তার ঈমানের কারণে পাথর নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন এই পৃথিবীর পর্দা তার জন্য বন্ধ হচ্ছিলো তার শেষ নিঃশ্বাসের সময় পরকালের জানালাগুলো খুলে গেল। এবং তাকে দেখানো হলো স্বর্গীয় সুখসমূহ। যা সে অর্জন করেছিলো। লোকদের নির্বুদ্ধিতার দ্বারা ব্যথিত হয়ে তিনি বলেন:

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

(লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেললে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তাকে বলা হল– জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে বলল– হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি জানত। (ইয়াসিন ৩৬: ২৬)

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তার পাথরের আঘাতে মৃত্যুর বদৌলতে পরকালের শাশ্বত সুখ শান্তি তাকে দান করা হয়েছিল। খৃষ্টীয় যুগের গোড়ার দিকে রুমানরা গ্রীক ও মূর্তি পূজকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানদারদেরকে হিংস্র সিংহের সামনে ঠেলে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। সিংহের মুখে পড়েও সাচ্চা ঈমানদারগণ প্রাণের ভয় করেন নি। বরং তারা তাদের ঈমানকে টিকিয়ে রাখতে পারার চেষ্টাই করছিলেন। তাঁরা পছন্দ করেছিলেন দয়ালু আল্লাহ্‌র পুরস্কার।

সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়, এগুলো হলো ঠিক তাঁদের পুরস্কার যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সংস্পর্শে সর্বদা থাকার ব্যাপারে সতর্ক। সে মতে আল্লাহ তা'আলার সাথে থাকার দাসত্বের শিখার এবং এরই একটি প্রয়োজনীয় অংশ। বর্ণিত

৩. আসহাবে কারিয়ার ''গ্রামের লোক'' কুরআনের ৩৬ নং অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আছে যে, একদা শাইখ শিবলী একটি সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন। যেখানে একজন বক্তা বিচার দিনের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের শেষ প্রান্তে কবরে যেসব বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করলেন। বললেন, প্রশ্নগুলো হবে-

তুমি তোমার জ্ঞান কোথায় ব্যবহার করেছ?

তোমার সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ?

তুমি কি ঠিকটাকমত নামাজ আদায় করতে?

তুমি কি হালাল ও হারামের ব্যাপারে সতর্ক ছিলে?

আলোচক একইরূপ প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। অনেক বেশি প্রান্তিক বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শাইখ শিবলী মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে ইমাম সাহেবকে বললেন, হে ইমাম! সর্বশক্তিমান আল্লাহ এতসব প্রশ্ন করবেন না। তিনি প্রশ্ন করবেন, 'হে আমার বান্দা আমি তো তোমার সাথে ছিলাম, তোমার সাথে কে ছিল? আমি নাকি অন্য কেউ?'

এইভাবে আমরা লক্ষ্য নিবো, যেনো হৃদয় আত্মায় ডাকে আমরা নিজেদেরকে সর্বদা পরিচালনা করি। সতর্কতার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে থাকবো। আমাদেরকে দেয়া সীমাবদ্ধ নিঃশ্বাস নষ্ট করবো না। এটা কবিতায় সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ

আমরা এখন বুঝতে পেরেছি, সময় নষ্ট হয়ে গেছে। একটি ঘণ্টা যা আমরা আল্লাহকে ছাড়া ব্যয় করেছি। একদা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের কাধে ধরে বললেনঃ

‘মানবকুল ঘুমন্ত অবস্থায় আছে,
আর যখন তারা মৃত্যু বরণ করে
তখন তারা জাগ্রত হয়।’

'পৃথিবীতে তুমি এমনভাবে বসবাস কররা যেন তুমি একজন ভিনদেশী বা একজন মুসাফির।' (বুখারী, রিফাক হাদিস নং- ৫)

একথার উপর ভিত্তি করেই আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি. খুৎবাসমূহে উপদেশ দিয়ে বলতেন,

'যদি তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকো তবে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করো না। আর যদি তুমি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকো তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করো না। অসুস্থতা থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা নাও এবং তোমার জীবনকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখো।' (বুখারী, রিফাক, হাদিস নং- ৩)

এই কথাগুলো জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের বর্ণনা দেয়। আমাদেরকে সত্যিকার জীবনের দিকে পরিচালনা করে প্রকৃতপক্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একইরূপ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তাঁর একটি প্রার্থনায়:

'হে আল্লাহ বসবাসের যোগ্য কোন জীবন নেই পরকালের জীবন ছাড়া।' (বুখারী, রিফাক নং- ২)

সাহাবাদের জীবন নৈতিক উৎকর্ষতার এবং বিজ্ঞতার উদাহরণে পরিপূর্ণ। যাঁরা উত্তম আচরণে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন। শহীদ হওয়ার পূর্বে খুবাইব রাদি.-এর একটি মাত্র ইচ্ছা ছিলো: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন পাঠানো। হৃদয়ভরা দুঃখ নিয়ে তিনি চক্ষুদ্বয় আকাশের দিকে ঘুরালেন এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বললেন,

'হে আল্লাহ! নবীর কাছে আমার অভিবাদন নিতে এখানে কেউ নেই, দয়া করে আমার অভিবাদন (সালাম) তার কাছে নিয়ে নিন। সেই মূহুর্তে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মদীনাতে সাহাবাদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় তিনি আচমকা বলে উঠলেন,

'ওয়া আলাইহিস সালাম।' (তার উপরও সালাম)

এটা শুনে সাহাবারা আশ্চার্যান্বিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন,

'হে আল্লাহর রাসূল! কার সালামের উত্তর দিলেন? আপনি?'

তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদেরই এক ভাই খুবাইব-এর সালামের উত্তর দিলাম।[৪]

নবী মুহাম্মাদ সা. খুবাইব রাদি.-কে সর্বাপেক্ষা মহৎ শহীদ হিসেবে বর্ণনা করেন,

'সে বেহেশতে আমার প্রতিবেশী' বলে।

এই ধরনের ভালবাসা এবং গভীর আগ্রহের আরেকটা উদাহরণ তখন হলো, উহুদ যুদ্ধের শেষে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যে, সমস্ত আহত ও শহীদদের হিসাব করা হোক। কিন্তু বিশেষ করে তিনি সা'দ ইবনু আর রবীর ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের একজনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন তার কোন খবর আছে কিনা তা দেখতে। সাহাবি উচ্চস্বরে ডাকলেন এবং সবখানে দেখলেন। কিন্তু সা'দ রাদি.-কে খোঁজে বের করতে পারলেন না। পরিশেষে আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি আহত ও শহীদদের প্রতি চিৎকার করে বললেন,

'হে সা'দ! নবী সা. আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি জীবিতদের মধ্যে অথবা শহীদদের মধ্যে আছো কিনা তা খোঁজে বের করতে।'

৪. দেখুন মাগাজী ১০; ওয়াকিদী মাগাজী, ২৮০-২৮১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে উদিগ্রীব ছিলেন শুনে সা'দ রাদি. তাঁর সমস্ত শক্তি একত্র করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,

'এখন আমি মৃতের মধ্যে আছি।'

এটা সম্ভবত সেই মূহুর্তের পর জীবনের দৃশ্যাবলি তিনি অবলোকন করছিলেন।

সাহাবি দৌড়ে সা'দ রাদি.-এর নিকটে গেলেন। তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল। নিম্নস্বরে তিনি নিম্নোক্ত প্রগাঢ় কথা উচ্চারণ করেন,

'আল্লাহর শপথ! যদি তুমি নবীর কোনো ক্ষতি ঘটুক তার অনুমতি দাও যখন তোমার চক্ষুর নড়াচড়া করার শক্তি আছে তখন তোমার কোনো ওজর থাকবে না আল্লাহর সম্মুখে।'[৫]

সা'দ রাদি.-এর এই কথাগুলো সমস্ত মুসলমানদের প্রতি বিদায়কালীন উপদেশের মত। এই কথাগুলোও নশ্বর পৃথিবীর প্রতি তাঁর বিদায়ী ভাষণ।

হুযাইফা রাদি. দ্বারা নিম্নোক্ত বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এটা প্রতিফলিত করে সাহাবাদের দয়া ও উন্নত নৈতিক গুণাবলী তাদের চূড়ান্ত মূহুর্তগুলোর কালে। এটা ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের সময়ে। যুদ্ধের তীব্রতা শান্ত হয়েছিল। কতক মুসলমানকে বর্শা ও তীর দ্বারা আহত করা হয়েছিল। এবং তাঁরা চূড়ান্ত মূহুর্তে অবস্থান করছিল। আমার যা শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে আমি আমার চাচাত ভাই এর অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিছুক্ষণ আহতদের মধ্যে হাঁটার পর আমি তাঁকে পেলাম। সে রক্তে ডুবে ছিল। কষ্ট করে কথা বলতে সামর্থ ছিল। সে চোখের ইশারায় যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিল। তাঁকে পানির চামড়া দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

৫. দেখুন, ইবনে আব্দুল বার, ইসতি'আব, ভলিউম ২, ৫৯০)

'তুমি কি কিছু পানি পান করবে?'

এটা স্পষ্ট ছিল সে পানি পান করবে। তাঁর ঠোঁট তৃষ্ণায় শুকিয়ে ছিল। কিন্তু উত্তর দেওয়ার শক্তি ছিলনা। এটা যেন তাঁর চোখের ইশারা দ্বারা স্বীয় ব্যথার কথা বলার চেষ্টা ছিলো। আমি যখন তাঁকে প্রায় পানি দেওয়ার অবস্থায় ছিলাম ঠিক তখনি আহতদের মধ্য থেকে ইকরামার কণ্ঠ শোনা গেল। পানি! পানি! দয়া করে কেউ আমাকে একটু পানি দিন! এ কথা শুনে আমার চাচাত ভাই হারিস তার চক্ষুদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত দিল যে, সে চাচ্ছে আমি যেন ইকরামার নিকট পানি নিয়ে যাই। আমি তপ্ত বালুর উপর দিয়ে শহীদদের লাশের পাশ দিয়ে দৌড়ে ইকরামার নিকট পৌঁছলাম। আমি তাকে পানি দিতে যাচ্ছি এমতাবস্থায় আমরা আইয়াযের আর্তনাদ শুনলাম, আমাকে এক ফোঁটা পানি দাও! আল্লাহর মহব্বতের জন্য এক ফোঁটা পানি! এটা শুনে ইকরামা আমাকে আইয়াযের নিকট পানি নিয়ে যেতে বলল; যেমন ইতোপূর্বে হারিস তাকে বলেছিল। সে কোন পানি পান করার সুযোগ পায় নি। এ সময়ের মধ্যে আমি শহীদদের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আইয়াযের নিকট পৌঁছলাম। আমি তার শেষ কথা শোনলাম, হে আল্লাহ! ঈমানের কারণে আমরা জীবনে কখনও আমাদের আত্মত্যাগ থেকে বিরত থাকি নি। আমাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দিন এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন!

এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সে এখন শাহাদাত লাভের দ্বারপ্রান্তে। সে পানি দেখেছিল। কিন্তু তা পানের কোন সময়ই পায় নি। কালেমা-ই তাওহীদ বলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আমি দৌড়ে ইকরামার নিকট ফিরে গেলাম। তখন আমি উপলব্ধি করলাম, সেও শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। আমি চিন্ত করলাম, অন্ততপক্ষে আমি আমার চাচাতো ভাই হারিসের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হবো। যত দ্রুত সম্ভব

আমি দৌড়ে ফিরে গেলাম। কিন্তু আমার চেষ্টাও বৃথা ছিল। কারণ ইতোমধ্যে সেও তপ্ত বালুর উপর আত্মাকে সমর্পন করেছে। পানির পাত্র তখনও ভর্তি ছিল। এই তিন শহীদের তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও।[৬]

হুযাইফা রাদি. সেই সময়ে তার আধ্যাত্মিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেন।

'আমার জীবন সময়কালে আমি অনেক ঘটনা দেখেছি। কিন্তু আমি কখনও এমন বিচলিত হই নি; যেমনটা আমি তখন হয়েছিলাম। যদিও এই লোকদের মধ্যে পারিবারিক কোন বন্ধন ছিল না। পরার্থিতা, দয়াদ্রতা এবং অতুলনীয় ভালবাসা যা তারা একে অপরের জন্য প্রসারিত করেছিল তা তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং আমার স্মৃতিতে গভীর চিহ্ন রেখে গেছে...'।

আল্লাহ আমাদেরকেও এমন মৃত্যু দানে ভূষিত করুন। যা ঘটবে ঈমান ও কালেমা-ই তাওহীদ উচ্চারণের অবস্থায় এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাস প্রিয়তমের (আল্লাহর) সাথে আমাদের স্বর্গীয় মিলনের সুযোগ হোক। আমীন!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবনের মহান স্মৃতিগুলো আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও অনুভূতি থেকে উদ্ভূত সব কিছুকে পিছনে ফেলে ক্ষণজগৎ ত্যাগ করে সত্যিকার জগতে চলে গেলেন।

৬. দেখুন, হাকিম আল-মুস্তদরাক ভলিউম ৩, ২৭০

আল্লাহকে স্মরণ করা
(Remembering Allah)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবনের মহান স্মৃতিগুলো আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও অনুভূতি থেকে উদ্ভূত সব কিছুকে পিছনে ফেলে ক্ষণজগৎ ত্যাগ করে সত্যিকার জগতে চলে গেলেন।

আল্লাহকে স্মরণ করা

সত্যিকার ঈমানদার হিসেবে এই পৃথিবী ত্যাগ করার উদ্দেশ্য আমাদের অবশ্যই আমাদের সীমাবদ্ধ নিঃশ্বাসসমূহকে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের জন্য। পরকালে আমাদের সুখের জন্য এটা প্রয়োজন। এই জগতে আমাদের জীবন ব্যয় করতে হবে ভাল কাজ সম্পাদন করাতে। দয়া দেখাতে এবং ইসলামের সোজা পথ অনুসরণ করে চলতে হবে।

যেমনটি নিম্নোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে-

'মানুষ যেভাবে জীবন যাপন করে সেভাবেই মৃত্যুবরণ করে। এবং যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে অনুসারে পূনরোত্থিত হবে।' (মুনাভী ফয়েদ আলকাদির শরহে জামে সগীর ভলিউম-৫-৬৬৩)

মৌলিক লক্ষ্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য চুড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। শান্তি ও সতর্কতার সাথে এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের মূহুর্তে সন্তুষ্টি এবং সুখ অনুভব করা। অবশ্যই এমন লোক হবে যাদের জীবনের শেষ মূহুর্তে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুরই অভিজ্ঞতা হবে না। আমাদের লক্ষ্য স্বানন্দে বলার অবস্থাও হবে 'হে আমার আল্লাহ আমি তোমার নিকট আসছি।' আল্লাহ যেন এই কথাগুলো বলার সামর্থবান হওয়ার তৌফিক দান করেন।

আমীন!

এই পৃথিবীতে আত্মা যেইভাবে নিয়োজিত থাকবে মৃত্যুর সময়ও এটা এই কাজেই অবিচল থাকবে। অবশ্যাই ব্যতিক্রম আছে। তথাপি একজন ঈমানদার তার জীবন অতিবাহিত করে ভাল কাজ করার মধ্য দিয়ে। ফলে মৃত্যুর সময় ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাদের এই আশায় বসে থাকা উচিত হবে না। যে তারা আল্লাহর দয়া অর্জন করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাপ ও অন্যায় করেছে এবং নিজের মর্জিমত জীবন যাপন করেছে তার ও উচিত হবে না সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পায় আশাহত হওয়া।

একজন মানুষের সম্পূর্ণ বিষয়াদি আল্লাহর নিকট বিবেচিত হয় তার শেষ নিঃশ্বাসের উপর, কোন অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করলো তার উপর। এটা সেই পথ যে পথে আমরা শেষ নিঃশ্বাস ব্যয় করি সেটাও স্বর্গীয় গোপন বিষয়।

কুরআনে এমন অনেকের উদাহরণ উল্লেখ আছে যারা মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর অবিচল থাকার নিমিত্তে প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন। আবার এমনও অনেকের কথা বর্ণিত আছে যারা সত্যনিষ্ঠ হিসেবে জীবন যাপন করেও নিজেদের খেয়াল-খুশি আর ইচ্ছা-মর্জির বাস্তবায়ন করে এবং পরবর্তীতে আল্লাহদ্রোহিতায় পতিত হয়। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা বর্ণিত আছে যারা তাদের জ্ঞানকে সত্যের আলোয় আলোকিত করার পরিবর্তে অনুসরণ করেছে তাদের নিজ নিজ খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ শয়তানকে উল্লেখ করা যায়। কারন, বাল'য়াম বিন বাউরা এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের সকলেই এই জগতের কৌতুহল জাগানো মোহ দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল।

যেমন আমাদের প্রত্যেকেই জানি শয়তান একদা সর্বশক্তিমান আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। কিন্তু তার গর্বের

জন্য সে স্বর্গীয় আদেশের দীপ্তি, মহত্ব এবং শক্তি দেখতে অসমর্থ্য হয়েছিল। ফলে সে দাবী করে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শ্রেষ্ঠতর। নিজের আত্মগরিমায় প্রবঞ্চিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে। অবশেষে তার গর্ব এবং অবাধ্যতার কারণে শয়তান আজীবনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে যায়।

একসময় কারুন গরীব ছিল ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। মূসা আলাইহিস সালামের পরেই সে ছিল তাওরাতের একজন বড় মাপের ব্যাখ্যাকারী। মূসা আলাইহিস সালামের প্রার্থনার ফলে তাকে দান করা হয়েছিল রসায়ণ শাস্ত্রের রহস্য। কিন্তু পরবর্তীতে সে নিজের খেয়াল-খুশী-ইচ্ছার কাছে পরাজিত হয়েছিল। এবং জাগতিক সম্ভষ্টির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। সে এতবেশী সম্পদশালী হয়েছিল যে, অত্যধিক শক্তিশালী লোকেরাও তার সঞ্চিত ধনের চাবি বহনে অক্ষম ছিল। সে তার খাম খেয়ালী ও প্রাচুর্য দ্বারা এমনই আটকে পড়ে যায় যে যখন মূসা আলাইহিস সালাম তার যাকাত প্রদান করার জন্য আদেশ করেন তখন কারুন ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলেছিলো, তুমি কি সে সম্পদের পিছনে লেগেছো যা আমি উপার্জন করেছি?

প্রকৃতপক্ষে তার সম্পদই ছিল তার ধৃষ্টতা এবং ধ্বংসের কারণ। মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম যে আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছেছিলেন এর উপর কারুন ছিল ঈর্ষান্বিত। হিংসার আগুনে সে জ্বলতো। তার হিংসা বিদ্বেষ এতটাই বেশি ছিল যে, সে মূসা আলাইহিস সালামের সুখ্যাতি নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলো। তাঁকে কারুন অশিষ্টতায় অভিযুক্ত করে। ফলে কারুন তার সম্পদের সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ হয়েছিল। যার জন্য সে খুব গর্বিত হয়েছিল। যে সম্পদের প্রকৃত মালিক তাকে

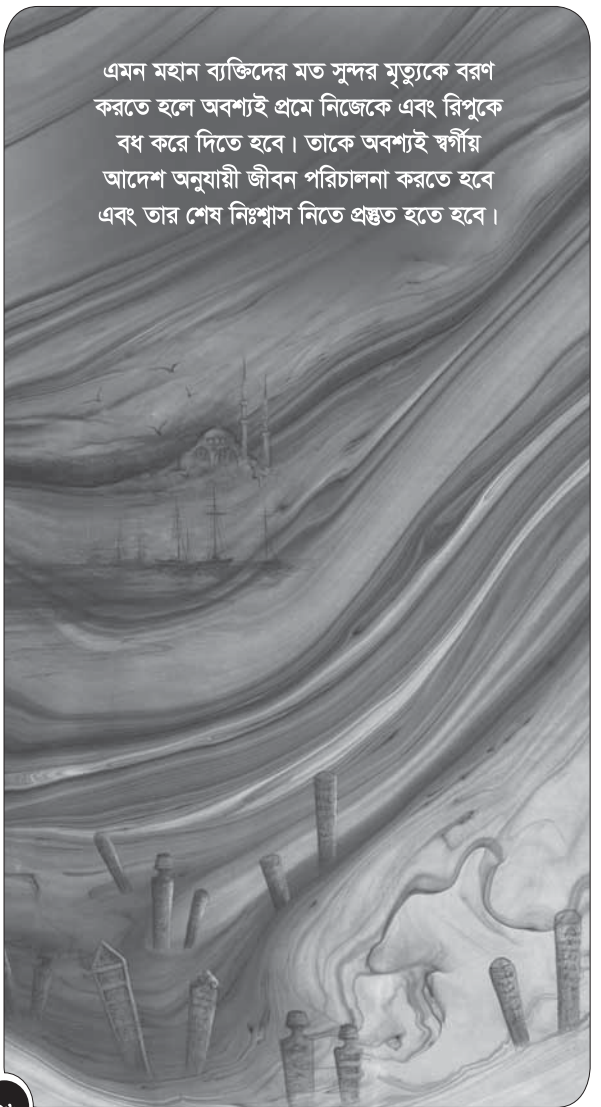

এমন মহান ব্যক্তিদের মত সুন্দর মৃত্যুকে বরণ করতে হলে অবশ্যই প্রমে নিজেকে এবং রিপুকে বধ করে দিতে হবে। তাকে অবশ্যই স্বর্গীয় আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে এবং তার শেষ নিঃশ্বাস নিতে প্রস্তুত হতে হবে।

ভুলা এবং জাগতিক অধিকার এবং পদবি মহব্বতে পতিত হওয়া খুব দুঃখজনক অমনোযোগিতার ধরণ।

বাল'য়াম বিন বাউরা ছিলেন একজন ধার্মিক বান্দা এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন কর্মী। যাকে দান করা হয়েছিল আল্লাহর খুব শক্তিশালী নামের জ্ঞান, ইসমি আযম।

ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সে পরিচিত ছিল একজন যাজক এবং পণ্ডিত হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীতে বাল'য়াম বিন বাউরা তার আধ্যাত্মিক অবস্থার অপব্যয় করে তার কাম ভাবাবেগের গোলামে পরিণত হয়।

এই ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

'তাদেরকে ঐ লোকের সংবাদ পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে সেগুলোকে এড়িয়ে যায়। অতঃপর শয়তান তাকে অনুসরণ করে, ফলে সে পথভ্রষ্টদের দলে শামিল হয়ে যায়। আমি ইচ্ছে করলে আমার নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চতর মর্যাদা দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতিই ঝুঁকে পড়ল আর তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তাই তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরের দৃষ্টান্তের মত। যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও তাহলে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে ছেড়ে দিলেও জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে অমান্য করে। তুমি এ কাহিনী শুনিয়ে দাও যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।' (আ'রাফ ৭: ১৭৫-১৭৬)

অন্য একজনের উদাহরণ সে যখন সত্য পথে জীবন যাপন করছিল তখন সে প্রতারিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় জাগতিক ভাবাবেগের দ্বারা এবং সে শ্বাশত দুঃখের বিনিময়ে শ্বাশত সুখ পরিবর্তন করে সে ছিল সালাবা। সে তার সময় ব্যয় করতো মসজিদে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর ধর্ম বক্তৃতা শুনত শুরুর দিকে । কিন্তু যখন সে প্রাচুর্য্যপূর্ণ হলো তখনই জাগতিক অধিকারের জন্য সালাবার মহব্বত জন্মেছিল এবং এক সময় সে সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করেছিল। দান করার যে দায়িত্ব ছিল সেটা থেকে বিরত হয়ে ঘৃণা উদ্রেককারী পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। পরবর্তীতে সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা না শোনায় আক্ষেপ করেছিল। যখন সে অনুধাবন করলো যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে সে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর নিকট ক্ষমা অর্জনের নিষ্ফল চেষ্টা করেছিল। তার অন্তিম মূহুর্তগুলোতে তার কানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা প্রতিধ্বনিত হলো-

'হে সালাবা! তোমার জন্য অল্প সম্পদই যথেষ্ট ছিল। তোমার অধিকারে থাকা বিশাল সম্পদের চেয়ে। যার জন্য তুমি যোগ্য নও।'[৭]

ইসলামী আইন ও সূফিবাদের ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তি সুফিয়ান আল থাকওরির জীবনের একটি উদাহরণ এখানে প্রণিধানযোগ্য। সুফিয়ানকে তার বয়সের তুলনায় বেশী মাত্রায় বয়স্ক দেখাচ্ছিল। যারা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতো তাদের তিনি বলতেন: 'আমার একজন উস্তাদ ছিলেন যিনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার মূহুর্তে তিনি কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। এমনকি যখন আমি তাঁকে সেটা করাতে চেষ্টা করছিলাম। এই দৃশ্য আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।'

মৃত্যু কখন আমাদের নিকট আসবে তা গোপনীয় বিষয়। ফেরাউনের জাদুকরদের মতো এমন অনেকে আছেন যারা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে সত্য পথে পরিচালিত হবে। তখন সেখানে এমনও আছে যারা ধার্মিক জীবন যাপন করেছে কিন্তু জীবনের চূড়ান্ত অধ্যায় যবানিকাপাত করেছে নৈরাশ্য ও বিফলতায় যেমন কারুন ও বাল'য়াম বিন বাউরা।

একজন বান্দা, যা হোক, যতবড়ই আধ্যাত্মিক অবস্থা, মর্যাদার মাত্রা ও শ্রেষ্ঠত্য হোক না কেন নফস ও শয়তান আক্রমন করতে উপযুক্ত মূহুর্তের জন্য সব সময়ই অপেক্ষায় থাকে। যখনই সুযোগ পায় তারা শীঘ্রই তখনই চেষ্টা করে সত্য পথ থেকে বান্দার পদস্খলন করতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে শয়তান বলেছিল, যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে:

৭. দেখুন, তাফসীর ত্বাবারী, ভলিউম ১৪, ৩৭০-৩৭২; তাফসীর ইবনু কাসীর ভলিউম ২, ৩৮৮)

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

'সে বলল, যেহেতু তার কারণেই (পথ থেকে) আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, কাজেই আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষদের জন্য ওৎ পেতে থাকব।' (আ'রাফ ৭: ১৬)

পূনঃরোত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার ব্যাপারে সে আবেদন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ শয়তানকে এই সময় মন্‌জুর করেন। শয়তান শপথ গ্রহণ করেছিল যে, একমাত্র সতর্ক ঈমানদার গণই তার আক্রমন হতে রেহাই পাবে।

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের বাদে।' (সাদ: ৩৮: ৮৩)

নবী ছাড়া কোন মানুষই তার ঈমান হারা হওয়ার বিপদ থেকে নিরাপদ নয়। এ জন্য সকল ঈমানদারদের তাদের উপর অর্পিত কৃপার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সর্বোতভাবে অবশ্যই চেষ্টা চালানো। মৃত্যুর প্রচণ্ড ভীতি হতে নিরাপদ রাখতে একমাত্র পথ হলো ধার্মিক জীবন যাপন করার প্রচেষ্টা করা। যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তারা দেখবে যে, মৃত্যু হলো প্রিয় রব্বুল আ'লামীনের সাথে মিলিত হওয়ার একটি সুযোগ। তাদের কাছে এটা ভয়ানক কিছু মনে হবে না। এরাই হলেন পরিতৃপ্ত ঈমানদার যারা মৃত্যুতে শান্তি অর্জন করেছেন। যারা অন্ধত্যের জীবন ব্যয় করে এবং পরকালে তাদের জীবন ধ্বংস করে তারা কখনও উদ্ধার হতে পারবে না মৃত্যুর অন্ধকার ও ভীতিকর যন্ত্রণা থেকে।

এ কথাটিই রুমী কত সুন্দর করেই না বলেছেন:

'হে বৎস প্রত্যেকের মৃত্যু হবে তার নিজের যোগ্যতার মত।'

মৃত্যু তাদের জন্য যারা এটা যে আল্লাহর সাথে বান্দার মিলন ঘটায় এ ব্যাপারে কোন গভীরভাবে চিন্তা করা ছাড়াই মৃত্যুর চিন্তাকে ঘৃণা করে এবং যারা মৃত্যুকে শত্রু হিসেবে দেখে। যা হোক যারা মৃত্যুকে বন্ধু হিসেবে দেখে তাদের জন্য মৃত্যু হলো বন্ধু।

এমন কোন আত্মা আছে যা মৃত্যু থেকে দূরে থাকবে? প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকে ভয় পেয়ে পালাতে চাইলে তার অর্থ দাঁড়াবে তুমি তোমার নিজেকে ভয় পাও।

কারণ মৃত্যু আয়নায় তুমি যা দেখতে পাও সেটা হলো তোমার কুৎসিত চেহারা। সেটা মৃত্যুর চেহারা নয়।

তোমার জীবন হলো একটা গাছের মতো এবং মৃত্যু হলো একটা গাছের পাতার মতো। প্রত্যেক পাতাই তার গাছের গোত্রভুক্ত।

যদি কোন বান্দা তার নিজ সত্ত্বাকে ছাপিয়ে যেতে পারে, যদি কেউ তার মনের সুপ্ত পবিত্রতাকে অনুভূতি দিয়ে পরিচালনা করতে পারে, যদি কেউ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগে মৃত্যুর রহস্য অর্জন করতে পারে তখন মৃত্যুকে দেখা যাবে মহা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে মিলিত হয়ে শ্বাশত জীবন লাভের প্রম বাধ্যতামূলক ধারা হিসেবে। সুতরাং অনেকের অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার কারণ এই মৃত্যুই হয়ে

যাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা রফিক-ই আ'লার সাথে সাক্ষাতের উত্তেজনায়। নবী মুহাম্মাদ সা. এর শেষ মূহুর্তগুলো সবচেয়ে বড় উত্তেজনাকর সময় ছিল সে সময়ে তিনি ছিলেন প্রচ উত্তেজিত। তিনি প্রিয় মনিবের সাথে পরস্পর কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তাকিয়ে ছিলেন।

যেহেতু তিনি তাঁর মনিবের আদেশাবলীর অনুগত হয়ে তাঁর জীবন যাপন করেছিলেন সেহেতু তাঁর মৃত্যুর পূর্বের দিনগুলো ছিল শব-ই- আরুস বা বিবাহ রাত্রির মতো।

আয়েশা ও আলী রাদি.-এর বর্ণনা মতে নবী সা. এর মৃত্যুর পূর্বের শেষ তিন দিনের প্রতেক দিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রধান ফেরেশ্‌তা জিবরাইল আ.-কে নবী মুহাম্মাদ সা. এর নিকট পাঠিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। শেষ দিন প্রধান ফেরেশ্‌তা জিবরাইল সা. যিনি মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আজরাইল আ. এর সাথে ছিলেন, নবী সা.-এর নিকট আসেন এবং বলেছিলেন- হে আল্লাহর রাসূল সা. মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করতে অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি কখনই আদমের সন্তানদের কারো কাছে থেকেই প্রবেশ করতে অনুমতি চান নি এবং আপনার পরে তিনি কখনই আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের কারো কাছে থেকে প্রবেশ করতে অনুমতি চাবে না। অনুগ্রহ করে তাকে আপনার অনুমিত দিন।

মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা ভেতরে গিয়ে ছিলেন নবী মুহাম্মাদ সা. এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,

'হে আল্লাহর রাসূল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে আপনার নিকটে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে আদেশ করেছেন আপনার সমস্ত আদেশ পালন করতে। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আমি আপনার আত্মা নিয়ে নেব। যদি আপনি ইচ্ছা করেন আমি আপনার আত্মাকে ছেড়ে দিব।'

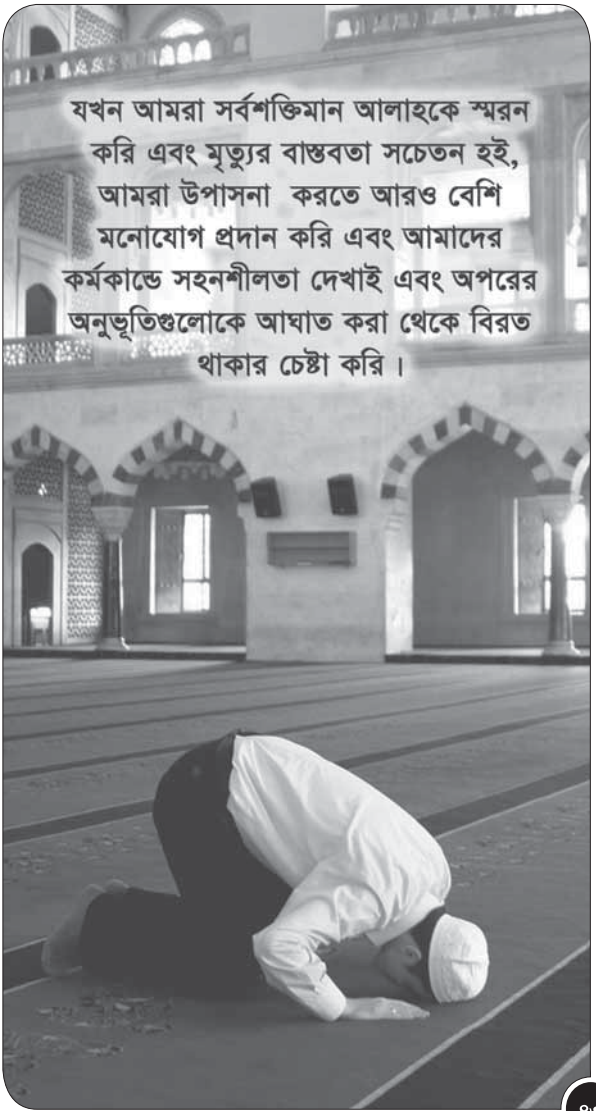
যখন আমরা সর্বশক্তিমান আলাহকে স্মরন
করি এবং মৃত্যুর বাস্তবতা সচেতন হই,
আমরা উপাসনা করতে আরও বেশি
মনোযোগ প্রদান করি এবং আমাদের
কর্মকান্ডে সহনশীলতা দেখাই এবং অপরের
অনুভূতিগুলোকে আঘাত করা থেকে বিরত
থাকার চেষ্টা করি।

নবী সা. জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা! তুমি কি বাস্তবিকই এটা করবে?'

আজরাইল আলাইহিসসালাম জবাব দিলেন,

'আমাকে আদেশ করা হয়েছে আপনার প্রত্যেকটি হুকুম পালন করতে।'

প্রধান ফেরেশ্‌তা তখন বললেন,

'হে আহমদ! সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার অভাব অনুভব করেন। নবী জবাব দিলেন প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহর সাথে সুবিধাজনক ও স্থায়ী হয়।'

হে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাকে যা হুকুম করা হয়েছে তুমি তাই করো। আমার আত্মা নিয়ে নাও।

নবী মুহাম্মাদ সা. তাঁর পাশের পানিতে হাত রাখলেন এবং মুখমণ্ডল মুছলেন। তখন তিনি বললেন,

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ! (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)।

সত্যিকারভাবে মৃত্যুর আছে ভিন্ন ও নিজস্ব এক যন্ত্রণা। এরপর নবী মুহাম্মাদ সা. তাঁর হাত দু'টি উপরে উঠালেন। ওপরের দিকে তাকালেন এবং বললেন,

'হে আল্লাহ! রফিক- ই আ'লা, রফিক-ই আ'লা (সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু)'।

নবী মুহাম্মাদ সা. তাঁর পেছনে মহান স্মৃতির জীবন ত্যাগ করে গেলেন। যা আল্লাহর জন্য তাঁর ভালবাসা ও অনুভূতি

থেকে উৎসারিত ছিলো। অবশেষে তিনি এই নশ্বর জগত থেকে সত্যিকার জগতে স্থানান্তরিত হলেন।[৮]

সৌভাগ্যের জীবন যাপনের পর প্রিয়'র সাথে মিলিত হতে আল্লামা জালালুদ্দিন রুমীর শেষ মূহুর্তগুলো এবং উত্তজনা-তার ছাত্র হোসামুদ্দিন চেলেবী দ্বারা বর্ণিত,

একদিন শাইখ সাদরুদ্দীন এবং তার বহুসংখ্যক ছাত্র আল্লামাকে তাঁর মৃত্যু শয্যায় দেখতে এসেছিলেন। তারা দুঃখিত হয়েছিলেন যখন তারা দেখলেন যে, আল্লামার অবস্থা খারাপ ছিল। শাইখ সাদরুদ্দীন বললেন দ্রুত আরোগ্য হতে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমি আশা করি আপনি শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে ভাল হবেন। এটা শোনে আল্লামা বললেন,

'আপনি স্বাস্থ্যের সৌভাগ্যশালী হোন! আশেক এবং মাশুক এর মধ্যে অল্প দূরত্ব বিরাজমান। আপনি কি অগ্রাধিকার দিবেন না এই দূরত্ব অপসারিত হোক যাতে আলো পুন: মিলিত হতে পারে আলোর সাথে?

বহু লোকের মতো তিনি ছিলেন না। রুমী কখনও মৃত্যুকে ভয় করার কিছু উপলব্ধি করেন নাই। বিপরীত পক্ষে মৃত্যুকে এমন কিছু হিসেবে দেখতেন যা একজনকে বিদেশের মাটি হতে উদ্ধার করে। তিনি মৃত্যুকে শ্বাশত একজনের সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে পূনঃমিলন হওয়া বিবেচনা করতেন। মৃত্যুর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি তারই লিখিত কোনো একটি বইতে ব্যাখ্যা করেন এভাবে,

৮. দেখুন ইবনে সা'দ তাবাকাত, ভলিউম ২, ২২৯, ২৫৯; বালাজুরি, আনসাব আল-আশরাফ, ভলিউম ১, ৫৬৫; আহমাদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ, ভলিউম ৬, ৮৯)

প্রকৃত গোলামে পরিণত হতে চাইলে
প্রত্যেক মানুষের উচিত সর্বশক্তিমান
আল্লাহর নিকট একটি সুস্থ অন্তর
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

'আমাকে মৃত বলবে না যখন আমি মৃত্যু বরণ করি। কারণ আমি ইতিমধ্যেই মৃত ছিলাম। মৃত্যুর সাথে আমাকে পূনরুত্থিত করা হয়েছে, এক সাথী এসেছেন এবং নিয়ে গেছেন...।'

এই কারণে রুমী এই পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের মূহুর্তকে বলতেন শব-ই-আরুস (বিবাহ রাত্রি)।

এরূপ গুণে মৃত্যুকে মোকাবেলা করার সামর্থ্যবান হতে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রেমে তার নিজের স্বার্থ ধ্বংস করতে হবে।

তাকে অবশ্যই জীবন যাপন করতে হবে স্বর্গীয় নিদের্শনা মোতাবেক। এবং তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে প্রস্তুত হতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِينُ

'আর তোমার রবের ইবাদাত করতে থাক। তোমার সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত।' (হিজর ১৫: ৯৯)

এই আয়াতটি আল্লাহর বন্ধুদের সমস্ত জীবনের মূলনীতি সংক্ষেপে উপস্থাপণ করে!

প্রত্যেক বিজ্ঞ আর ভক্ত আত্মার উচিত তার জীবনকে সোজা পথে পরিচালনা করা। যা এর প্রতি বিশ্বাস করে অর্পন করা হয়েছে। এবং এটাকে ভক্তি আর ইবাদতে সুশোভিত করা। প্রকৃত গোলামে পরিণত হতে চাইলে প্রত্যেক মানুষের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রশস্ত আত্মা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা যে তার অন্তরাত্মা হবে মহান আল্লাহ তা'আলার মর্জির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ক।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ মূহুর্তে রফিক-ই আ'লা, রফিক-ই আ'লা (সর্বোচ্চ বন্ধু, সর্বোচ্চ বন্ধু) ছিল তার (দাসত্বের) গোলামীর চূড়ান্ত ঘোষণা।

প্রকৃতপক্ষে শাইখ মাহমূদ সামী আফেন্দীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ের অবস্থাটা একটা চমৎকার উদাহরণ। তিনি জীবন যাপন করতে প্রতিটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নবী মুহাম্মাদ সা.-এর সুন্নাত অনুসারে। মাহমূদ সামী আফেনদী ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার একজন খালিস বান্দা এবং তাঁর অন্তর ছিল নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জন্য ভালবাসায় পূর্ণ।

তাঁর অবস্থা ছিলো, সেই ব্যক্তির মত যে বরফে চলা ব্যক্তির পদাংকগুলো অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। মাহমূদ সামী আফেন্দী তাঁর জীবন অতিবাহিত করে নবী মুহাম্মাদ সা.-এর পদাংক অনুসরণ করে। এই মহান ঘোষণাটি ঠিক এই জন্য যে তিনি তাঁর আত্মাকে মসজিদে নববীতে রাতের নামাযের সময় (তাহাজ্জুদ নামায) আত্মসমর্পন করে দিতেন।

তিনি নবী সা.-কে অনুসরণ করেছিলেন ভালবাসা আর ওয়াদা পালনের প্রতিশ্রুতির সাথে।

যারা তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলেন তারা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ উচ্চারণরত অবস্থায় তাকে শুনতে পারা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জিহ্বা শুধু উচ্চারণ করে এটা তা ছিল না। তাঁর আত্মা এবং তাঁর শরীরের প্রতিটি কোষ আল্লাহর উপস্থিতি ঘোষণা দিত।

সংক্ষেপে, উদ্দেশ্য হলো একজন সত্যনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করা ও আত্ম সমর্পণ করা। এই জিনিসটিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নিকট চান। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন অনুসরণ করা উচিত এবং দয়াশীল চিন্তা

চেতনা সম্পন্ন ও ভদ্র শালীন মানুষ হওয়া। আমরা যদি উৎকৃষ্ট গোলাম এর পদ মর্যাদা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই পথেই চলতে হবে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ

'আমি দাউদের জন্য দান করেছিলাম সুলাইমান। কতই না উত্তম বান্দাহ! বার বার (অনুশোচনাভরে) আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সা'দ ৩৮: ৩০)

তবে অবশ্যই আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এটা শুধুমাত্র সম্ভব সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভালবাসার মাধ্যমে । সত্যের আলোতে নিজেদের আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে এবং নিজেরা অপবিত্রতা হতে মনকে পরিশুদ্ধ করে স্বর্গীয় আকর্ষণে নিজেকে আকষ্ট করাই হলো আমাদের কর্তব্য।

এই আধ্যাত্মিক অবস্থার ফলে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জীবন প্রতি মূহুর্তে পূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাসের জন্য প্রস্তুত হবে যা আমরা গ্রহণ করবো। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ধ্বংস ও নষ্ট সংঘটিত হয় করুনাময় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া দ্বারা। সর্বশক্তিমান কুরআনে বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰيهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে করেছেন আত্মভোলা। এরা পাপাচারী লোক।' (সূরা হাশর ৫৯: ১৯)

আর প্রকৃত অবস্থা হলো, আমরা তখনই পাপ আর খারাপ কাজ করি যখন আল্লাহকে ভুলে যাই। যখন আমরা সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করি এবং মৃত্যুর প্রকৃত বাস্তবতার ব্যাপারে সতর্ক থাকি তখন আমরা এবাদত ও আমাদের কাজে আরও বেশী মনোযোগ দিই। আমরা আরও বোধশক্তি দেখাই এবং অন্যের অনুভূতিতে আঘাত করা এড়াতে চেষ্টা করি। সেই কারণে আমরা অবশ্যই কারো কখনো ক্ষতি করবো না আমাদের আচরণ অথবা আমাদের জিহ্বা দ্বারা।

ইউনুস এমরে এই ভদ্রতার লেভেল কত সুন্দর করে নিম্নোক্ত কবিতায় বর্ণনা করেছেন,

আত্মা হলো পবিত্রতার সিংহাসন।

আর পবিত্রতা আত্মার মধ্যে ঝলকানি দিত।

অখুসী সে হবে উভয় স্থানে যে একটা অন্তর ভাঙ্গে।

আমাদের জীবনের খারাপ পরিসমাপ্তিকে আমাদের এড়িয়ে চলার পথ দেখিয়ে আল্লাহ সর্বশক্তিমান আমাদেরকে আমাদের কার্য্যকলাপ আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আচরণের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াতেই সতর্ক করেছেন।

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মরো না।'
(আলে-ইমরান ৩: ১০২)

মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তু হলো কুরআনের আদেশ নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করা। আমাদের দীর্ঘ জীবন অথবা সংক্ষিপ্ত জীবন আছে- এটার কোন গুরুত্ব হবে না যদি আমরা অন্য কোন পথে জীবন যাপন করি।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا

'যেদিন তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।' (নাজিয়াত ৭৯: ৪৬)

আমাদের সকলেরই প্রয়োজন হলো সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করা এবং আনুগত্য দেখানো। জুনায়েদ বাগদাদী আমাদেরকে সতর্ক করেছেন নিম্নোক্ত উপদেশ বাণীর দ্বারা,

পরকালে এক হাজার বছরের চেয়ে পৃথিবীতে এক ঘণ্টা অনেক মূল্যবান কারণ পরকালে মুক্তি অর্জন করতে আমাদের জন্য কোন করণীয় কোন কার্যাদি নেই।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মঞ্জুর করুন এমন এক উন্নত জীবন যার মাধ্যমে আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবো। আপনার প্রতি ভালবাসা আর ভক্তির অবস্থায় এবং এইভাবে মিলিত হই আপনার পবিত্র সত্ত্বার সাথে। আমীন!

সর্বশেষ নিঃশ্বাস একটি অমলিন দর্পণ
(The Final Breath An Untarnished Mirror)

শেষ নিঃশ্বাস হলো একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আয়নার মতো। মানুষ শুধুমাত্র নিশ্চিত হবে তার মর্যাদার, তার শেষ প্রশ্বাসের মূহুর্তে। তখন তার জীবনের হিসাব প্রদর্শিত হবে তার চক্ষু ও অন্তরের সামনে।

সর্বশেষ নিঃশ্বাস একটি অমলিন দর্পণ
(The Final Breath An Untarnished Mirror)

শেষ নিঃশ্বাস হলো একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আয়নার মতো। মানুষ শুধুমাত্র নিশ্চিত হবে তার মর্যাদার ও তার শেষ প্রশ্বাসের মূহুর্তে। যখন তার জীবনের হিসাব প্রদর্শিত হবে তারই চক্ষু ও অন্তরের সম্মুখে।

এটা এই কারণে যে, গভীরভাবে মৃত্যুর চিন্তা ছাড়া মৃত্যুর সময়ের জন্য উত্তম কোন প্রস্তুতি নেই। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে, ফেরাউন তার জীবন ব্যয় করেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শুধু সে তার জীবনের সঠিক অর্থ তখন বুঝতে পেরেছে যখন সে লোহিত সাগরে তার ভাগ্যের মুখোমুখী হয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল তার স্বার্থপর আচরণের বাস্তবতা। তার নিজস্ব দুঃখ কষ্ট এর কারণ ছাড়া কিছুই ছিল না। যখন সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে সময় অনুতাপ পূর্ণতাই করল।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتّٰى إِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ
قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوٓا
اِسْرَآءِيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফিরাউন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পেছনে ছুটল। অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত।' (ইউনুস ১০: ৯০)

ফেরাউন যখন লোহিত সাগরে ডুবু ডুবু অবস্থায় ঈমানের ঘোষণা দিতে ঝুঁকে পড়েছিল তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ ফেরাউনকে বলেছিলেন,

'কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।'

آلْئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

'এখন (ঈমান আনছ) আগে তো অমান্য করেছ আর ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ।' (ইউনুস ১০: ৯১)

অতএব, যখন কেউ তার শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছে তখন নিদ্রাবস্থা থেকে জাগা, অনুতাপ অনুভব করা, ঈমানকে আলিঙ্গণ করা-ধ্বংস ছাড়া কিছুই না তাদের জন্য যারা এই অভ্যাসে থাকে- যখন সমস্যার মূহুর্তে থাকে। কিন্তু যখন নিরাপদে থাকে তখন পুনরায় রহিত ও বাতিল করে। যখন বিপরীত দিকে থাকে, আমরা যখন দৈনন্দিন কাজে মগ্ন থাকি, অন্তত মৃত্যুর নীবর আর্তনাদ রহস্য শুনতে ব্যর্থ হই। আমরাও মৃত্যুর দুয়ারের মাধ্যমে চলে যাব ভুলে যাওয়া- এসবই অত্যন্ত দুঃখজনক অমনোযোগীতার অবস্থা। জীবনের যে কোন সময় যে কোন অবস্থার জন্য আমাদের সকলের প্রস্তুত থাকা উচিত। মৃত্যুকে বিবেচনা না করে জীবন-যাপন করা একটা দুঃখজনক অন্ধতা। কোন সন্দেহ নেই একদিন আমরা চলে যাব মৃত্যুর

পর্দার মাধ্যমে। কুরআনের অনেক আয়াতে দয়ালূ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য একটা পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

'প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর আস্বাদন করত হবে। আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি। আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।' (আম্বিয়া ২১: ৩৫)

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ
اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, আমালের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি (একদিকে যেমন) মহাশক্তিধর, (আবার অন্যদিকে) অতি ক্ষমাশীল।' (মূলক ৬৭: ২)

প্রতিটি নিঃশ্বাস যা আমরা নিই এবং ছাড়ি এই জীবনে আমাদের ইবাদতে, লেনদেন এবং দৈনন্দিন আচরণকালে তা হলো কিভাবে আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবো তার নিদর্শন।

ইমাম গাজালী বলেন,

যারা এই পৃথিবীতে জ্ঞানের পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারেনি তারা পরকালে স্বর্গীয় সুগন্ধির গভীর মনোযোগের পরিতৃপ্তি

অর্জন করবে না। একজন ব্যক্তি পরকালে কিছুই অধিকারে আনতে পারবেনা যা তারা এই পৃথিবীতে অর্জন করে নি। পৃথিবীতে যেই বৃক্ষ রোপন করেছে প্রত্যেকে সেই গাছের ফল পরকালে পাবে। প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করবে যেমনভাবে তারা জীবন যাপন করতো এবং যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছে সেভাবে উঠানো হবে। পরকালে পুরস্কার কেমন হবে সেটা নির্ভর করে এই পৃথিবীতে আমরা কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিলাম অথবা আমরা কতটা সর্বশক্তিমান সম্পর্কে সতর্ক এবং কতটা আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করি তার উপর।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে সতর্ক করেছেন,

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا قُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না। আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।' (তাহরীম ৬৬:৬)

وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَآ اَحْضَرَتْ

'যখন জাহান্নামকে উস্কে দেয়া হবে, আর জান্নাতকে নিকটে আনা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কী (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে।' (তাকভীর ৮১: ১২-১৪)

فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ

'অতএব কোথায় যাচ্ছ।' (তাকভীর ৮১: ২৬)

এ ব্যাপারে অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করতে হবে তার ব্যবহার এবং প্রস্তুতিতে যত্নবান হতে হবে। তাকে অবশ্যই মৃত্যু আসার আগেই জীবনভর সতর্কতার সাথে তার জীবন পরিচালনা করতে হবে। লাভ ও লোকসান, অর্জন ও বিসর্জন প্রতিটির স্থান হলো এই পৃথিবীতে। কবরে শুধু হবে হিসাব। এটা নিশ্চিত যে, যারা এই পৃথিবীতে প্রতারিত হয়েছে তাদের অস্থায়ী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের জাগতিক খায়েশ দ্বারা এবং যারা পরবর্তীতে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করেছে তারা তাদের কবরে আক্ষেপ ও হতাশার সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উপরন্তু, পৃথিবীতে যে সময় আমরা ব্যয় করেছি সে তুলনায় কবরে কত দীর্ঘ সময় আমাদের হবে সেটা আমাদের অজানা। সুতরাং প্রত্যেক সঠিক মনের মানুষের প্রধান কর্তব্য কবরের দীর্ঘ জীবন আর আখেরাতের সীমাহীন জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

অন্যদিকে, মৃত্যুর অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা ভয়ংকর রূপ নেয়ার পরিবর্তে এটা একটা শ্বাশত পূর্ণজাগরণের আনন্দদায়ক ও খুশির ব্যাপার হতে পারে তাদের জন্য যারা তাদের অন্তরকে

ঈমানের আলোতে আলোকিত করেছে। বন্ধু-বান্ধব আর পরিবার পরিজনদের দ্বারা বেষ্টিত কবর অন্ধকারত্বের জগৎ নয় বরং এটা সতর্ক ও পথ নির্দেশনার স্থান। একজন সচেতন ঈমানদারের জন্য জীবন-মরণ হলো প্রাকৃতিক বাস্তবতা যা পাশাশি অবস্থান করে। একজন সত্যিকার ঈমানদার মৃত্যুর মূহুর্তে শান্তিতে থাকবেন। কারণ সে এটার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তার আত্মা চিরশান্ত। সংক্ষেপে, আমাদের শেষ নিঃশ্বাস আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মূহুর্ত বানানো নির্ভর করে- যদি দয়ালু আল্লাহর ভালবাসায় ও আকর্ষণে পূর্ণ আমাদের একটা প্রাণ থাকে তার উপর। অন্যথায়, মৃত্যুকে ঘৃণাকারী ও পৃথিবীর জন্য আকর্ষণ পূর্ণ জীবন শেষ হবে দুঃখ যন্ত্রণায়।

পরকালের জন্য আদর্শ প্রস্তুতির বর্ণনা দেয়া যেতে পারে এভাবে যে, নিজের আত্মাকে, হৃদয়-মনকে কিছু গুনাবলী দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। যেমন- সমবেদনা, দয়া, দয়ানুভূতি, ক্ষমা, আত্মত্যাগ, প্রার্থনা, দান এবং ধৈর্য্য- এগুলোর সবগুলোই কুরআনে বর্ণিত আছে।

এসকল ভাল গুনাবলীর অধিকারী হওয়া এবং আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত বান্দারের কেউ হওয়ার অর্থই হলো প্রকৃত ঈমানদার। বিশ্বাস এবং প্রার্থনাই হওয়া উচিত একজন মুসলমানের প্রধান লক্ষ্য। অপরদিকে আমাদের উচিত হবে খারাপ ও মন্দ স্বভাবসমূহ এড়িয়ে চলা। যেমন অহংকার, গর্ব, অসৎচরিত্র-জুলুম-নির্যাতন, সামরিক অপরাধ, গীবত, পরনিন্দা, মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ এবং মিথ্যা বলা। যেহেতু দোষাবলী এবং এগুলোর মতো অন্যান দোষ সমূহ আল্লাহর নিকট অপছন্দ, এগুলো থেকে দূরে থাকা পরকালের জন্য আমাদের প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঈমানের সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাইলে একজন ঈমানদারের প্রথমে অবশ্যই তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা দরকার। এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখার সাথে সাথে সৎগুনাবলী দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করা। কারণ অন্তরে ভক্তি স্থাপন হওয়া জীবনের যাত্রার পথে অত্যন্ত মূল্যবান দিক নির্দেশক।

আল্লামা জালালুদ্দিন রুমীর নিম্নোক্ত বক্তব্য পরিস্ফুট করে বিভিন্নভাবে এই পরিশুদ্ধতার বিষয়টি,

'একটি কবর না তৈরী হয় পাথরদিয়ে, না কাঠ বা কোন পশমি বস্ত্র দ্বারা। তোমার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, তুমি তোমার কবর খনন করবে একটি পরিশুদ্ধ হৃদয় দিয়ে। এবং আর তোমার নিজের ভেতরে লুকায়িত পরিচ্ছন্নতা দিয়ে। আর এ কাজটা করতে হলে তোমাকে ত্যাগ করতে হবে আত্ম-প্রসাদ এবং স্বার্থপরতা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপস্থিতিতে।'

আত্মার পরিশুদ্ধতা এবং হৃদয়ের প্রত্যাশিত অবস্থা অর্জনের জন্য রসূলের ভালবাসায় পূর্ণ রাখা জরুরী। আল্লাহর জন্য ভালবাসার সবচেয়ে বড় চিহ্ন হলো আনুগত্য। আল্লাহর (আইনের) প্রতি বিদ্রোহী হয়ে তাঁর ভালবাসা আছে বলে দাবী করা আত্ম প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ
وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ

একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যাক্তির প্রধান কর্তব্য
হলো কবরের দীর্ঘজীবন এবং আখেরাতের
অফুরন্ত সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ।

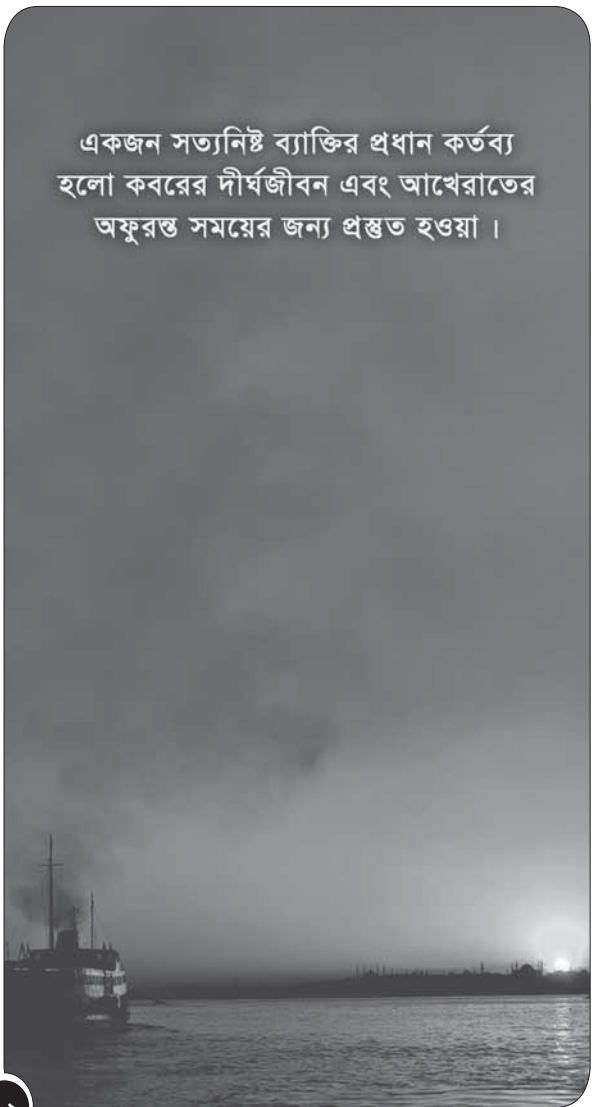

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهٖ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বল, যদি তোমাদের পিতারা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা, ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় কর, বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস- এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা হতে প্রিয়তর হয়, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।' (তাওবা ৯:২৪)

সেজন্যই সকল কিছুর উপর আমাদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর নবীর ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ধারণ করা।

আমাদের অবশ্যই কর্তব্য পরায়ণ হতে হবে এ অবস্থা রক্ষার্থে আমাদের নিযুক্ত (নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত। আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালবাসা অর্জন উপলব্ধি করতে পারা যায় আমাদের কর্তব্য সমূহ সম্পাদনে ও ইবাদতে।

আত্মার গোলামী যা জাগতিক ভাবাবেগ দ্বারা বেষ্টিত এবং স্বর্গীয় ভালবাসা থেকে দূরে এবং এক আত্মার গোলামী যা স্বর্গীয় ভালবাসা ও ভক্তিতে পূর্ণ- এ দুই আত্মার ভেতর বড় পার্থক্য আছে। মহৎ কার্যাদি, উত্তম আচরণ, মানবসেবা, ইবাদতের কাজ এবং একজন ঈমানদারের আনুগত্য যার অন্তর

আল্লাহ এবং নবী সা.-এর জন্য সত্যিকার ভালবাসায় পূর্ণ সব কিছুই তাকে উৎকৃষ্টতার পর্যায়ের নিকটে নিয়ে আসে।

অন্য একটা বিষয়- একজন ঈমানদারকে অবশ্যই মৃত্যুর সময় প্রস্তুতির দিকে মনোযোগী হতে হবে আর সেটা হলো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং ভক্তির সাথে প্রার্থনা । যারা মুক্তি অর্জন করেছেন সেইসব ঈমানদারদের গুণাবলী করুণাময় আল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'১. মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে।

২. যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে।' (মু'মিনূন ২৩:১-২)

যারা অবহেলার সাথে প্রার্থনা করে তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

'৪. অতএব দুর্ভোগ সে সব নামায আদায়কারীর

৫. যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।' (মাউন ১০৭: ৪-৫)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চান, ঈমানদারদেরকে প্রার্থনার কাজগুলো সম্পাদন করাতে, তাদের মন ও দেহের সম্পূর্ণ

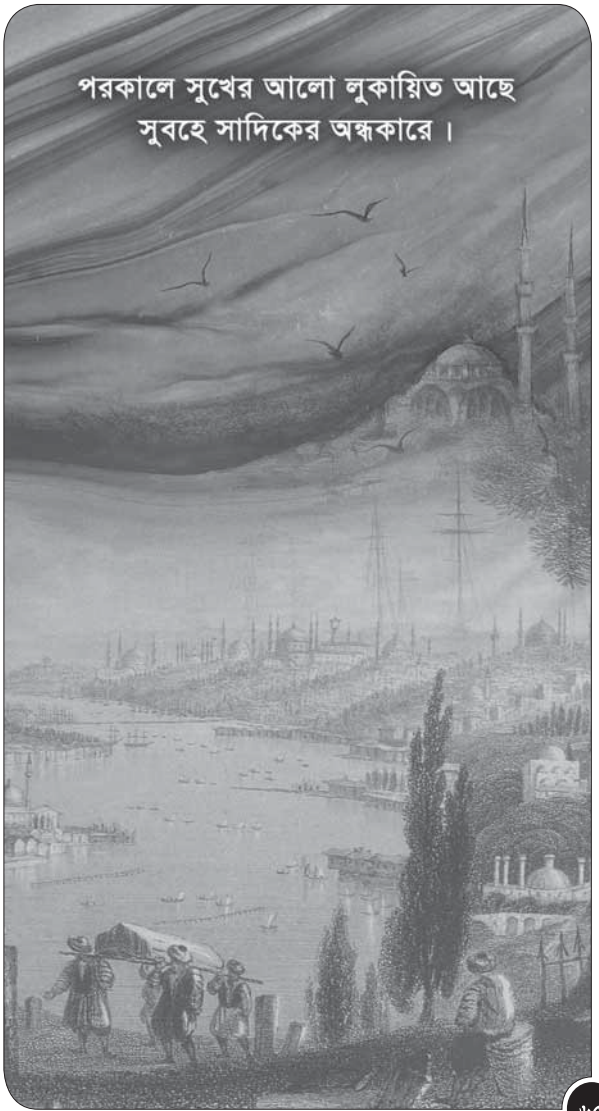
পরকালে সুখের আলো লুকায়িত আছে
সুবহে সাদিকের অন্ধকারে ।

মিলনে- এটা আল্লাহর সাথে স্বর্গীয় মিলনের পদক্ষেপ হওয়া। কোন সন্দেহ নেই এ স্বর্গীয় ইচ্ছা শুধুমাত্র নামাযের জন্য ভিত রচনা করে না বরং অন্য সমস্ত ধরনের ইবাদতের জন্যও যেমন হজ্ব পালন, রোযা রাখা এবং যাকাত প্রদান করা।

এ বিষয়ে রোজা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ করতে সুখদায়ক বস্তুগুলোর যা আমাদেরকে দান করা হয়েছে। আমাদের হৃদয়কে তাদের নিকট আনয়ন করে যারা অসুবিধার অবস্থায় আছে। এটা আমাদের হৃদয়কে সুশোভিত করে সহানুভূতির সাথে ঐসব লোকের জন্য যারা আমাদের চেয়ে কম সৌভাগ্যবান। একই সময়ে স্বাভাবিকভাবে সুখদায়ক হালাল বস্তুগুলিকে নিষেধ করার দ্বারা রোজা আমাদের অন্য সময়ে অন্যায়, সন্দেজনক জিনিস পরিহার করে চলতে সাহায্য করে। হজ্জ এমন একটি ইবাদত যাতে আমরা মৃত্যুর কাফনের কাপড় পরিধান করি স্বর্গীয় মর্যাদার উপস্থিতিতে আমাদের গুরুত্বহীনতার কথা আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে। একজন ঈমানদার, যে ভিক্ষা দান করে, অবশ্যই সতর্ক থাকে যে, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন করুণাময় আল্লাহ এবং সে সম্পদের ঠিক একজন তত্ত্বাবধায়ক। অধিকন্তু, একজন ঈমানদার যে দান করে সে কেমন করে অন্য লোকের সম্পদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারে?

যা হোক, গোলামীতে সচেতনতার পর্যায় ইবাদতের ভিত্তি, হৃদয়ে বিশ্বাস এবং ভালবাসার শক্তির অনুপাতে হয়। যখনই আত্মা সকল দূষণ থেকে পরিস্কারপরিচ্ছনড়ব হয়েছে তখনই ইবাদতের কর্মগুলো অর্জন করে তাদের সত্যিকার স্থিরতা এবং তখন সেখানে সত্যের আলো আলোকিত হয়ে উঠে।

নবী মুহাম্মাদ সা.-এর অনুকরণীয় জীবন থেকে এবং তাঁর সাথীদের পথ থেকে আমরা শিখি যথোপযুক্ত ভক্তির সাথে যা তাঁরা অর্জন করেছেন, কিভাবে ইবাদতের কর্মগুলো সম্পাদন করবো। নবী সা. তাঁর জীবনকে কোন ক্ষেত্রেই পরকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ধারণা করতেন না। তিনি সম্পাদনের গুরুত্বের প্রতি নিয়মিত মনোযোগ আকর্ষণ করতেন যেন এটা শেষ ইবাদত। সাহাবাদের একজন নবী মুহাম্মাদ সা.-এর নিকট এসে বললেন,

'হে আল্লাহর রসূল! দয়া করে আমাকে কিছু উপদেশ দিন। যা সংক্ষিপ্ত এবং বস্তুর অন্তঃস্থলে পৌঁছে যাবে।'

নবী মুহাম্মাদ সা. জবাব দিলেন,

'যখন তুমি নামায পড়ো, নামাজ পড়ো এভাবে যেন তুমি এই পৃথিবী ত্যাগ করছো এবং এটা তোমার শেষ প্রার্থনা । এমন কিছু বল না যার জন্য তোমাকে দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। অন্যের অধিকারের আকাঙ্ক্ষী হও।' (ইবনে মাজা, জেহাদ ১৫ আহামদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ ভলিউম ৫, ৫১২)

বিদ্যমান ঈমানদাররা যারা মৃত্যুর জন্য তৈয়ার হতে তাদের সারা জীবন ব্যাপী কঠোর চেষ্টা করে আমাদের প্রয়োজন আমাদের ব্যবহার এবং কার্যাদি সুন্দর করা, নবী মুহাম্মাদ সা.-এর জীবন থেকে পথ প্রদর্শনা দ্বারা ঠিক যেমন, আমরা ইবাদতের কর্মগুলো করি। আমাদের কঠোর চেষ্টা করা উচিত, এমন একজন মুসলমান হওয়ার যাদের চিন্তা ও কার্যাদি সমাজকে কল্যান দিতে পারে। যাই আমরা চাই আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনদরে জন্যও তাই চাওয়া উচিত। ফলে, আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য ভালবাসা আমাদের হৃদয় থেকে সম্মুখে প্রবল বেগে নির্গত হওয়া উচিত এবং সমস্ত জীবন্ত সৃষ্টিকে অলিঙ্গন করা উচিত।

অন্য একটা মূল্যবান দিক বিবেচনা করা যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় তখন আমাদের হৃদয়ে ইহসানের অবস্থা অন্তস্থ করা অর্থাৎ আমাদের অন্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ করা যেন আমরা সর্বসময় স্বর্গীয় পর্যবেক্ষনে আছি।

ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো অতিপ্রিয় আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার চিন্তা। কিন্তু যাদের মন তাদের হৃদয়ের সাথে মিল হয় না এবং পরাজিত হয় জাগতিক আকাঙ্ক্ষার দ্বারা তারা সেই আনন্দ হৃদয়ঙ্গমের অসমর্থ হয়। অন্য কথায়, তারা চরম সুখের ব্যাপারে অসতর্ক।

ঈমানদারদেরদেরকে অবশ্য আল্লাহর উপর তাদের আস্থা রাখতে হবে এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। তাদেরকে কখনও সংযম অথবা ভারসাম্য হারা হওয়া উচিত হবে না। তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তীব্র পরীক্ষার যা নবী মুহাম্মাদ সা.-এর সম্মুখীন করা হয়েছিল। এমনটি তিনি হারিয়েছিলেন তার ছয়জন সন্তানকে; আক্ষেপ, আধ্যাত্মিক ভারসাম্যহীন, হতবিহ্বল হওয়া ছাড়া তিনি তার ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন। যখন তাঁর চাচা হামযা রাদি. এবং তার প্রিয় সাহাবি মুসআবকে রা.-কে শহীদ করা হয়েছিল তখন তিনি যে ধৈর্য ও শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা আমাদের ভুলা উচিত নয়।

প্রত্যেক মানবকে এই নশ্বর জগতে অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে ধৈর্য্যের সাথে তাদের কার্য্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে । আধ্যাত্মিকতার পথে সকল ভ্রমণকারীদেরকে অবশ্য অনুশীলন করতে হবে বিস্মৃতিশীলতাকে স্মরণ দ্বারা, অকৃতজ্ঞতাকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা বিদ্রোহকে আনুগত্য দ্বারা, কৃপণতাকে দানশীলতা দ্বারা, স্বার্থপরতাকে পরের জন্য বাছবার ও কাজ করার নীতি দ্বারা, সন্দেহকে জ্ঞানের দ্বারা, কপটতা-ভণ্ডামিকে আন্তরিকতা এবং বিনয় দ্বারা এবং অমোযোগীতাকে গভীর চিন্তা দ্বারা।

সর্বশক্তিমানের প্রতি আধ্যাত্মিভাবে নিকটতর হওয়ার অন্যান্য সুযোগ হলো পবিত্র দিবা-রাত্রিসমূহে বিশেষ করে স্মরণ দ্বারা প্রাণবন্ত প্রত্যুষ সময়গুলো (সুবহে সাদিক)। পরকালে সুখের আলো লুকায়িত আছে সুবহে সাদিকের অন্ধকারে। সত্যের সকল বন্ধু যারা পরকাল ও নশ্বর পৃথিবীর সমন্বয়ে জীবন যাপন করত তারা প্রত্যুষে (সবুহে সাদিক) ভালবাসা ও ভয় দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজতো।

যারা করুণাময় আল্লাহকে তীব্রভাবে ভালবাসে তারা কোন প্রত্যুষ আল্লাহর স্মরণ ছাড়া গত হওয়াকে তাঁর (আল্লাহর) থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার সময়ের মত মনে করতো।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত দান। যেমন নিচের আয়াতে,

وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।' (বাক্বারা ২:১৯৫)

ইসলামিক ভাষ্যকারগণ এই আয়াতে বিশদ ব্যাখ্যা করেন, 'ধর্মের খেদমতের প্রতি এবং সত্যের কণ্ঠকে উন্নত করার প্রতি অবজ্ঞা ও দুনিয়ার প্রীতি ও দারিদ্রের ভয়ের কারণে দানশীলতা এবং আত্মত্যাগ থেকে দূরে থাকা।'

অতএব একজন ঈমানদারকে অবশ্যই সর্বদা তাদের সম্পদ ও তাদের জীবন সর্বশক্তিমানের রাস্তায় খরচ করতে

উদ্যোগী হতে হবে। এটা যেহেতু , ঠিক এই নশ্বর জীবনের মত আমাদের যাবতীয় বস্তু ও জাগতিক স্বত্ব যা আমাদেরকে ন্যস্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত দ্রব্য ঠিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করা শাশ্বতভাবে আমাদের কল্যাণ নিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে কৃপণতা বা সম্পদ দিতে অসমর্থ হওয়া জাগতিক আকাঙ্ক্ষার কারণে পরকালে ক্ষতি ও বিফলতার দিকে পরিচালিত করবে। ঈমানদারকে সর্বদা দান করা সম্পর্কে নিম্নের সতর্কবাণী স্মরণ করা উচিত।

যখন লাশ কবরে নামানো হয় সত্বর পোকামাকড় শরীরে পৌঁছে, তার পরিবার ও নিকট আত্মীয় স্বজনের শোক প্রকাশ করা শেষ হয়। যখন উত্তরাধিকারীগণ পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করতে শুরু করে তখন মাটি শরীরকে নষ্ট করতে শুরু করে। এই উভয় ঘটনা চলতে থাকে এবং একত্রে শেষ হয়। একদিকে দেহ ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত করা হচ্ছে অপরদিকে মৃতের সম্পত্তি আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করা হচ্ছে। অবাক হয়ে এটা পর্যবেক্ষণ করে আত্মা অনুতাপ করে অনেক কাজের যা আত্মা পৃথিবীতে করেছিল। কিন্তু সবই শুধুমাত্র ঈমান এবং সৎ আমল আমাদের প্রকৃত সম্পদ হয়ে থাকে পরকালে।

নবী মুহাম্মাদ সা. বলেছেন,

'পৃথিবীতে আমলের উপর নির্ভর করে কবর বেহেশ্‌তের বাগানের একটি হবে অথবা দোযখের গর্তের একটি হবে। (তিরমিযী কায়েদমাহ ২৬)

সংক্ষেপে কবরে আমাদের জীবনের অবস্থা, যা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে এই পৃথিবীতে আমাদের আমল দ্বারা নির্ধারিত হবে।

যদি একজন বান্দা কেবলার দিকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় তাদের পেশা যাই হোক না কেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এই পৃথিবীতে তার শেষ মূহুর্তের কালে কিবলাহ খুঁজে পাওয়ার সামর্থবান হওয়ায় তাকে সুখকর বস্তু দান করবেন। এখানে কিবলাহ দ্বারা যা বুঝানো হয় তা হলো একটি জীবন যা কাটানো হয় কোরআন ও সুন্নাত মোতাবেক এবং কালেমাই তাওহীদের মর্মার্থের আসক্তিতে। যারা কখনও হারায়না তাদের তাওহীদের মর্মার্থের প্রতি সম্পৃক্ততা তাদের দৈনন্দিন জীবনে, অথবা তাদের পরিচিত বা সামাজিক সম্পর্ক অথবা তাদের আল্লাহর প্রতি গোলামী স্বাভাবিকভাবে তারা শেষ নিঃশ্বাস যখন ত্যাগ করবে তখন কিবলায় শান্ত আবাহাওয়া ভোগ করবে।

এ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি বস্তু হলো- আয়াতে যা আছে তার রহস্য অর্জন করা:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'সোজা সরল পথে আমাদেরকের পরিচালিত কর।' (ফাতিহা ১:৬) এবং ইসলামের ''সোজা সরল পথে''- এর উপর আমাদের জীবন ব্যয় করা। অন্যথায় হতাশার এই জীবন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একটি জাহাজের মত যেটাকে ভুল পথে চালিত করা হয়েছে অন্ধকার সমুদ্রের শিলা উপর টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন।

যারা তাদের জীবন ব্যয় করে যেন মৃত্যু আসন্ন এবং হৃদয়ঙ্গম করে 'মরো, মরার পূর্বে' এর আসল মর্মার্থ। তারাই জ্ঞানী বান্দা এবং সত্যিকার আল্লাহর বন্ধু। এটা স্বর্গীয় নিশ্চয়তা যে তারা শান্তিতে, বিচারের দিনের দুঃখ ও ভয় থেকে দূরে থাকবে।

মৃত্যুর রহস্যময় পর্দা যা পরজীবনের স্বর্গীয় জগতকে লুকিয়ে রাখে তা হলো স্বর্গ সুখ তাদের জন্য যারা পৃথিবীর উপরে তাদের শেষ নিঃশ্বাস নেয়ার প্রস্তুতে তাদের জীবন ব্যয় করেছিলো এবং তাদের ঈমানকে পাহারা দিত।

মৃত্যুর সময়ে আমাদের কর্তব্য হলো আত্মাকে ফেরত দেয়া যা আল্লাহ আমাদেরকে অর্পন করেছেন একই পবিত্র ও নিষ্কলংকভাবে যে পথে এটাকে প্রদান করা হয়েছিল। ঠিক যেমন একজন কবি বলেছেলেন,

সেই মূহুর্তে পর্দা খুলে এবং পর্দা বন্ধ হয়; যোগ্যতা হলো আজরাইল আ. কে স্বাগতম বলতে সামর্থ্যবান হওয়া।

শেষ নিঃশ্বাস একটি পরিস্কার অমলিন দর্পণের আয়নার মত। মানুষ তার জীবনে উভয় সৌন্দর্য ও ভয়ানকতা দর্শন করে এই আযনায় তন্ন তন্ন করে দেখে। নিজেদের চোখ, কান এবং ঠোঁটগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে; প্রত্যেক পর্দা উত্তোলন করা হবে এবং সংশয় সমূহ মন থেকে দূর হবে এবং একটি অনুতাপের অবস্থা হবে বিবেক। আমাদের আয়ানাতে শেষ পলক অনুতাপের না হোক। সময় থাকতে আমাদের অবশ্যই কুরআন এবং নবীর সা. অনুকারণীয় জীবনকে আমাদের জীবনের একটি অংশ বানাতে হবে।

শুধুমাত্র জ্ঞানীজন সত্যিকারভাবে তাদের নিজেদেরকে চেনে তাদের মৃত্যু পূর্বে।

আল্লাহ আমাদের শেষ নিঃশ্বাসকে একটি জানালা বানিয়ে দিক যার মাধ্যমে আমরা অবলোকন করি স্বর্গীয় জগতে আমাদের পুরস্কার। আমীন!